আনন্দবাজার পত্রিকা ১৫ ভাদ্র ১৪১৫ রবিবার ৩১ অগস্ট ২০০৮

# অপরাজিত পথ চলাই গেঁথে তুলল তারার মালা

ঋজু বসু

মস্তি মে ডোলে..। বাঁধনহারা খুশি, 'ঈশান'দের নাচ। শনিবার। — দেবাশিস রায়

কে বলে হুইলচেয়ারে বসে নাচা যায় না! এলোমেলো দু'হাত ছোড়া, খুদে মুখগুলোর চোখের তারায় খুশির আলোই ঘোষণা করল অনুষ্ঠানের থিম। 'বম চিক বোলে, মস্তি মে ডোলে'-র সুরে নির্ভেজাল ছেলেবেলার ফুর্তি ছড়িয়ে পড়ল গোটা প্রেক্ষাগৃহে।

শনিবার, সায়েন্স সিটিতে 'দ্য টেলিগ্রাফ স্কুল অ্যাওয়ার্ডস ফর এক্সেলেন্স'-এর মূল সুরেও ছক-ভাঙা ভাবনার স্পর্ধা। শিশুর রাজ্যে কেউ খাটো নয়, 'এভরি চাইল্ড ইজ স্পেশ্যাল'। এই ভাবনার প্রেরণার জন্য আমির খানের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা জানালেন উদ্যোক্তারা। আমিরের 'তারে জমিন পর'-এর 'স্পেশ্যাল চাইল্ড' ঈশানের মতোই একটি ছবি এঁকেছে সেরিব্রাল পলসি-র শিকার সায়ন্তী দত্ত। স্লাইড শোয়ে হল-ভরা দর্শক দেখল, সবুজ মাঠ, নীল আকাশ, আর ফ্রেম-ভরা প্রজাপতি-পাখির ঝাঁক। তাদের মধ্যে মিশে উচ্ছল সায়ন্তীর মতোই হুইলচেয়ারে নেচে ওঠা এক ছোট্ট মেয়ে। এ বারই চালু হওয়া বিশেষ পুরস্কারের বিভাগে সায়ন্তীই এ দিন স্বীকৃতি পেয়েছে।

বক্সার জঙ্গলের গভীরে হাতি-বাইসনদের পাশ কাটিয়ে রোজ পাঁচ কিলোমিটার হেঁটে, বালা নদী পেরিয়ে, বাসে ২৭ কিলোমিটার উজিয়ে আলিপুরদুয়ারে কলেজে যাচ্ছেন যে তরুণ, তিনিই বা কম স্পেশ্যাল

কীসে? বক্সার বনবাংলোর চৌকিদারের ছেলে, উচ্চমাধ্যমিকে ভাল রেজাল্ট করে এখন ইতিহাসে অনার্স পড়ছেন, সেই আরুপি গুহও এই অনুষ্ঠানের অন্যতম তারা। হাড়ে জটিল টিউমারের চিকিৎসায় মুম্বই-কলকাতায় বার চারেক অস্ত্রোপচারের পরেও অপরাজেয় ক্লাস সেভেনের ইমরান আলম কিংবা নন্দীগ্রামে বোমা-গুলির মধ্যেও মাটি আঁকড়ে মাধ্যমিকে ৮০ শতাংশ নম্বর ছিনিয়ে নেওয়া প্রশান্ত মণ্ডলও আজ সবার কাছে দৃষ্টান্ত। পাহাড়-ভাঙা প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়ে জেতার এক-একটি আখ্যানের সঙ্গে স্যাটে অবিশ্বাস্য ফল করে আমেরিকার প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ফুল স্কলারশিপ-পাওয়া ঋক সেনগুপ্তের অসাধারণ কীর্তিও এক বন্ধনীতে ধরা পড়ল। লড়াইয়ের পুরস্কার দেওয়ার ফাঁকে অনুষ্ঠানের থিম-সংয়ে বার বার এই তারাদের যত্নের দায়টুকুই মনে করিয়ে দেওয়া হল। 'খো না জায়ে, ইয়ে তারে জমিন পর'।

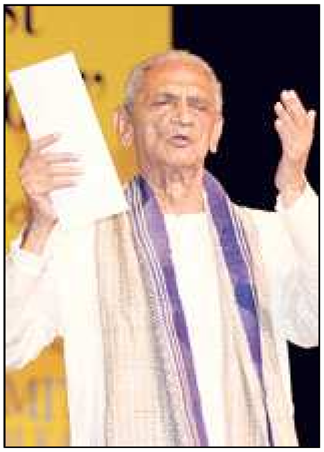

নব্বইতেও কর্মযোগী। সম্মানিত কৃষ্ণপ্রসাদ ভট্টাচার্য।

তাই, এই তারাদের ঝলমলিয়ে তোলার কাজটা যাঁরা করে চলেছেন একনাগাড়ে নিরলস ভাবে, এই অনুষ্ঠান তাঁদেরও। 'দ্য টেলিগ্রাফ এডুকেশন ফাউন্ডেশন'-এর সৌজন্যে কলকাতা চিনল পশ্চিম মেদিনীপুরের অখ্যাত নেকুরসেনি গাঁয়ের 'প্রাণপুরুষ' কৃষ্ণপ্রসাদ ভট্টাচার্যকে। নেকুরসেনিতে স্টেশনমাস্টারের চাকরি করতে আসা যুবক একে একে ডাকঘর, বিরাট স্কুলবাড়ি, স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে গ্রামের জীবনটাই পাল্টে দিয়েছেন। ৯০ বছরের ওই অদম্য আশাবাদীর এখনও বিশ্বাস, ভাল কাজ কেউ করতে চাইলে গোটা দুনিয়াই তার পাশে দাঁড়াতে একজোট হয়। তাই তাঁর বাকি কাজ, স্কুলের ছাত্রী হস্টেল হয়ে-ওঠাও স্রেফ সময়ের অপেক্ষা!

পুরুলিয়ার এক আশ্চর্য 'মেড ফর ইচ আদার' দম্পতির সঙ্গেও এখানেই কলকাতার আলাপ হল। মাঝিহিড়া গ্রামের মানুষ, প্রায় ৬০ বছর ধরে দেখছে, গাঁধীবাদী দম্পতি চিত্তভূষণ দাশগুপ্ত ও তাঁর মরাঠি স্ত্রী মালতী ধনাজি চৌধুরীর 'গাঁধীগিরি'। ৯৪ বছরের স্বামী ও ৮৩ বছরের স্ত্রী এখনও তাঁদের বুনিয়াদি স্কুলে গাঁধীর আদর্শে মানুষ গড়ার স্বপ্ন তাড়া করছেন। পুরুলিয়ার বান্দোয়ানে টাঁড় জমিতে 'অক্সিজেনের কারখানা'র পত্তন করেছেন যে-ষাটোর্ধ্ব তরুণ, সেই কমল চক্রবর্তীও অন্য রকম স্বপ্নের শরিক। এক সময়ের নাস্তিক কবি, এখন বৃক্ষনাথের উপাসক। কমলবাবু অন্তত তিন লক্ষ গাছ পুঁতেছেন। ওই সবুজের স মারোহের নাম ভালপাহাড়। কমলবাবুর হাতে-গড়া ভালপাহাড় স্কুল এ বারের 'স্কুল দ্যাট কেয়ারস'-স্বীকৃতিতে ভূষিত। প্রথম বার কলকাতায় আসা, হলুদ-লাল ইউনিফর্মে ওই স্কুলের পড়ুয়াদের দেখে সঞ্চালক ব্যারি ও'ব্রায়েন বলেই ফেললেন, এই অনুষ্ঠানে এতটা সুশৃঙ্খল ভাবে কোনও স্কুল কখনও মঞ্চে উঠেছে বলে মনে পড়ছে না।

তারাদের অনুষ্ঠানে পুরস্কার দিচ্ছিলেন যাঁরা, খুব বেশি লোক তাঁদের না-চিনলেও, তাঁরা নিজেরাও তারা। হাওড়ার নিজবালিয়া গ্রামের দৃষ্টিহীন ডাক্তার নির্মল ঘোষ স্থানীয় স্কুল পড়ুয়াদের নিখরচায় চিকিৎসার পাশাপাশি বই-খাতা-রং পেন্সিলের উপহারে ভরিয়ে দেন। শারীরিক ভাবে প্রতিবন্ধীদের একটা দল নিয়ে লাদাখের স্পিতিতে প্রায় ২১ হাজার ফুট পাহাড় ভেঙে বিশ্ব রেকর্ডও করে বসেছেন। পরি বেশ দূষণের বিরুদ্ধে সচেতনতা আন্দোলনের শরিক কলকাতার মেয়ে ঋষিকা দাস রায়, বা মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠী গড়ে শ'খানেক পরি বারকে নিজের পায়ে দাঁড় করানো হাবড়ার ফুলতলির তেলুগু গিন্নি, এনামাদ্রি সুনীতা দাসও পুরস্কার দিতে ডাক পেয়েছিলেন।

যখন ক্লাশের ফার্স্ট বয়, প্রয়াত কেশব রাঠির শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ক্যানসারের সঙ্গে লড়াইকে কুর্নিশ করতে তার মা-বাবাকে মঞ্চে ডাকা হল, আর পরক্ষণেই আর এক 'দুঃসাহসী' গরিব মায়ের মেয়ে স্বাতী ভুরার সাফল্যকে স্বীকৃতি দিতে তাকে কেশবের নামাঙ্কিত পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হল, তখন হাততালি না দিয়ে মনোযোগী সাংবাদিকের মতো নোট নিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। ভালপাহাড়ের পড়ুয়াদের দেখে নেপথ্যে 'মেরে দেশ কে ধরতি' বেজে ওঠার

মুহূর্তেও দর্শকেরা আবেগ ধরে রাখতে পারেননি।

মাইকেল ফেল্পস, উসেইন বোল্টদের বার বার রেকর্ড ভাঙার কথা বলে এই অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল, পরের তিনটি ঘণ্টা বলে দিল, এখানে হাজির তারকার ঝাঁকও প্রতি মুহূর্তে নিজেদের ছাপিয়ে চলেছে।